ফ্যাশনে ফিউশন

তানিয়া কামরুন নাহার

নারীর পোশাক বা ফ্যাশন কেমন হবে তা কি নারী নিজে নির্ধারণ করতে পারে? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীকে পুরুষশাসিত সমাজের মন জুগিয়ে নিজের পোশাক নির্বাচন করতে হয়। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যায়, ভুবনমাতানো হলিউডের তারকা মেরিলিন মনেরোকে। তিনি বলেছিলেন, তোমার পোশাক ততখানি টাইট হতে হবে যেন বোঝা যায়, তুমি একজন নারী। আবার তোমার পোশাক ততখানি ঢিলেও হতে হবে যেন বোঝা যায়, তুমি একজন সম্মানিত নারী। আর ঠিক এ কারণেই নারীরা প্রায়ই পোশাক নির্বাচনে যেন বাড়তি দুশ্চিন্তায় থাকেন। পোশাক ঢিলে হবে নাকি টাইট হবে তার মাপকাঠি সম্পূর্ণই থাকে পুরুষতন্ত্রের হাতে। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া এটা খুব ভালো করেই জানতেন। তাই মেয়েদের স্কুল পরিচালনার সময়ে, স্কুলের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের নিয়ে আসার সময়ে মাথায় ঘোমটা পরতেন। এটুকু তিনি করেছিলেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে খুশি রাখার জন্য একটা কৌশল হিসেবে। তা না হলে সেই সময়ে ওই স্কুল তিনি চালাতে পারতেন না, আর আমরা নারীরা এখনো থাকতাম অবরোধবাসিনী হয়ে। কিন্তু সে যুগ আমরা অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি। তবু কি নারী পেরেছে নিজের ইচ্ছেমতো পোশাক নির্বাচন করতে? নারীরা এখন আবার সেই ২০০ বছর আগের মতো কালো বোরকায় নিজেকে ধীরে ধীরে লুকিয়ে ফেলছে। কখনো নিজের ইচ্ছায়, কখনো অন্যের ইচ্ছেকে নিজের ভেবে। এই নারীদের দেখলে বেগম রোকেয়া আজ কষ্টই পেতেন হয়ত।

নারীর পোশাক নিয়ে পুরুষের উৎসাহ, উদ্দীপনা, আগ্রহ ও কৌতূহলের ভিত্তিতে এই পুরুষদের দুটি দলে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম দলের পুরুষেরা নারীকে পর্দার কথা বলে কালো অন্ধকার বোরকার ভেতরে রাখতে চায়। বোরকার গুণাগুণ বর্ণনা করে। বোরকা ভিন্ন অন্য পোশাকে নারীদের তারা সবসময় উলঙ্গই দেখতে পায়। এমন দেখতে পাওয়ার পেছনে নারীর পোশাকের দোষ নাকি তাদের চোখের দোষ তা অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়।

দ্বিতীয় দলের পুরুষেরা নারীর পোশাক নিয়ে মাথা ঘামান না বলে দাবি করলেও নারী বোরকা না বিকিনি পরবে তাই নিয়ে মতামত দিয়ে থাকেন। নারীকে কামোদ্দীপক পোশাক পরার জন্য পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিয়ে থাকেন এই দলেরই কেউ কেউ।

অথচ আসল কথাটাই কেউ বলে না। পোশাক নির্বাচনে নারীরা পুরুষতন্ত্রের পছন্দের কথা মাথায় রেখে নির্বাচন করলেও নিজেদের আরামের কথা মাথায় রাখে না। সবার আগে নিজের আরামের কথা মাথায় রেখেই পোশাকটি নির্বাচন করতে হবে। পোশাক ব্যক্তিত্বের একটা অংশ। তাই পোশাক নির্বাচনে নিজের রুচির পরিচয়ও ঘটে। নিজ দেশের জলবায়ু, আবহাওয়া, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য অনুযায়ী শালীনতার একটি সাধারণ ধারণা আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। শালীনতা নিজের বোধের সাথে সম্পর্কিত। প্রত্যেকের এই বোধটা আলাদা। নারী বা পুরুষ বলে কথা নয়, সবারই পোশাক নির্বাচনে রুচি, আরাম, শালীনতা, পোশাকটির সাথে নিজেকে মানানোর দিকটি মাথায় রাখা দরকার। পরিবেশ, পরিস্থিতি, অনুষ্ঠান, উৎসব

ইত্যাদি অনুযায়ীও পোশাক নির্বাচন করতে হয়। শালীনতা মানেই দম বন্ধ করা কালো বোরকা নয়। আবার জিন্স পরা মানেই অশালীনতা নয়।

পরিবর্তিত সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে নারী কেমন পোশাক পরবে না পরবে তা নিয়ে সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিক। এ ব্যাপারে পুরুষের মাত্রাছাড়া, অস্বস্তিকর, বিরক্তিকর আগ্রহ নারীরা আর দেখতে চায় না। তবে পুরুষের মতামত চাইলে তখন পুরুষ তার নিজের মতটি নারীকে জানাতে পারে।

২.

আমরা এখন আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগছি। আজকাল আমি রাস্তায় বেরিয়ে, ডাক্তারখানা কিংবা কোনো হাসপাতালে গিয়ে (যেখানে একটু বেশি লোকের সমাগম হয়, ওয়েটিং রুম আছে ও লোকজন অপেক্ষা করেছে) দেখি যে একমাত্র আমিই বাঙালি। আমিই কেবল শাড়ি পরে গেছি এবং মাথায় ঘোমটা নেই।

দু'বছর আগে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মিতা হক ৭১ টিভিতে হিজাবসংক্রান্ত এই মন্তব্যটি করে অনেক আলোচিত-সমালোচিত হয়েছিলেন। তিনি কিন্তু খুব একটা ভুল বলেন নি। আমার নিজের পর্যবেক্ষণের কথা বলি। কোথাও যখন আমি যাই, দেখি আমার চারপাশে সব নারী কালো বোরকায় নিজেদের আপাদমস্তক ঢেকে রেখেছেন, দশটা ভাঁজ দেওয়া মাথা ফুলানো রংবেরঙের হিজাব, সাথে নকশাদার রঙিন ব্রুচের ছড়াছড়ি। মাথা ফুলিয়ে হিজাব পরার টিউটোরিয়াল ইউটিউবে খুব সুলভ হলেও নারীমহলে হিজাববিহীন বেমানান শুধু আমিই! সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। পোশাক সংস্কৃতির অংশ। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পোশাক, রুচি, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা বদলে যাচ্ছে। ৯০-এর দশকের শেষে ইরানি চলচ্চিত্র টিভিতে দেখানো হতো। খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এই চলচ্চিত্রগুলো। তখনই অনেকের মনে হলো, বাহ, কী সুন্দর! ইরানি মেয়েদের মতো স্মার্টলি হিজাব পরে পর্দারক্ষা করেও ফ্যাশন্যাবল থাকা যায়! এক ঢিলে দুই পাখি! তারপর নতুন ফ্যাশন হিসেবে হিজাব/স্কার্ফ খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মাঝে ইভটিজিং প্রতিরোধে সচেতন হতে গিয়েও মেয়েরা ও তাদের অভিভাবকেরা 'খোসাবিহীন কলা ও মাছি' নামক উদ্ভট থিওরিতে অনুপ্রাণিত হয়ে হিজাবের গুরুত্ব অনুধাবন করেন! খোসাবিহীন কলাতে মাছি বেশি পড়ে। তাই নারীকে ঢেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। ফলে আরো বেড়ে যায় হিজাব। এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ইউনিফরমও হয়ে ওঠে হিজাব! এভাবেই হিজাব আমাদের পোশাকের অংশ হয়ে যাচ্ছে। শাড়ি বা ফতুয়া, জিন্স সবকিছুর সাথে হিজাব এনেছে ফ্যাশনে ফিউশন। ফ্যাশনে ফিউশন চলে আসাটা অবশ্য খারাপ কিছু নয়। সময়ের সাথে সাথে সবকিছুই যেহেতু পালটায়।

শুধু হিজাব নয়, বেড়েছে পাশ্চাত্য পোশাকের ব্যবহারও। জিন্স, টপস, স্কার্ট, লেগিংস, জেগিংস, ফতুয়া ইত্যাদি পোশাক নারীরা বেশ আনন্দের সাথেই গ্রহণ করে নিয়েছে। পোশাকগুলো আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথে যেমন আরামদায়ক তেমনি চলতে ফিরতেও অনেক সুবিধা। কিন্তু এটা নিয়েও অনেকে ঘোর আপত্তি করেন। কিন্তু সংস্কৃতি-নদী তার আপন নিয়মেই বয়ে চলে, তার গতিপথ পালটায়। নারীদের যারা শুধু শাড়ি পরিয়ে রাখতে চান, তারা এটুকু জেনে রাখুন যে, শাড়ি/হাইহিল নারীর গতি প্রতিবন্ধক। এখনকার এই দ্রুতগতির সময়ের সাথে শাড়ি শুধু উৎসবমুখী পোশাকে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। খুব প্রিয় পোশাক হলেও অনভ্যস্ততা ও ঝামেলা এড়াতে মেয়েরা এখন দৈনন্দিন জীবনে শাড়ি পরতে আগ্রহীও হয় না। শাড়িতে বাঙালি নারীদের রূপ নাকি সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে। তবু শাড়ি পরা ও নিয়ন্ত্রণ করাকে বাড়তি ঝামেলাই মনে করে বেশির ভাগ নারী। শাড়ি পরতে তুলনামূলক সময় বেশি লাগে, শাড়ি পরে

চলতে গেলেও পায়ে পায়ে বাজে বারবার। স্বাভাবিক কারণেই নারীরা এখন শাড়ি পরতে খুব একটা আগ্রহী নয়, তারা ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে শাড়ি পরতে, শাড়ি পরে স্বচ্ছন্দে চলতে ফিরতে। আর তাই হয়ত লেখক হুমায়ুন আজাদ বলে গেছেন, শাড়ি প'রে শুধু শুয়ে থাকা যায়, এজন্য বাঙালি নারীদের হাঁটা হচ্ছে চলমান শোয়া।

শাড়ির ফ্যাশনেও এখন অবশ্য অনেক ফিউশন। পাশ্চাত্যের টপস/ব্লাউজের আদলে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা যখন প্রথম শাড়ির সাথে ব্লাউজ পরা শুরু করল, তখন অনেকেই ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে উঠেছিল। এখন ব্লাউজ ছাড়া শাড়ি পরার কথা কেউ ভাবতে না পারলেও বলিউডি নায়িকাদের মতো করে যখন কেউ শাড়ি পরে, ব্লাউজ খুঁজে পেতে সত্যিই খুব কষ্ট হয়। এমনকি ব্লাউজের উপরে শাড়ির আঁচল কিংবা জিন্সের প্যান্টের সাথে অর্ধেক শাড়ি, এইরকম বিচিত্র সব ফিউশন নিয়ে প্রচুর আলোচনা সমালোচনা হয়। আর এভাবেই ফ্যাশনে ফিউশন আসে, ফ্যাশনে নতুনত্ব তার জায়গা করে নেয়।

ফ্যাশন নিয়ে আনন্দিত হওয়া যায়, বিস্মিত হওয়া যায়, কিন্তু অভিযোগ করতে আমার মন কেন যেন সায় দেয় না।

তানিয়া কামরুন নাহার লেখক। tanya.kamrun@yahoo.com